OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 374 - 380
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারীচেতনাবাদের আলোকে নারীর কলমে নারীদের অবস্থান : প্রেক্ষিত বিশশতকের শেষ দশকের ‘দহন’ উপন্যাস

ড. মথুর গুপ্ত
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, কবি নজরুল কলেজ
মুরারই, বীরভূম
Email ID : mathurg02@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
The position, women, narrative, feminist, consciousness, century.

Abstract

Currently, women are neglected, oppressed, deprived, and exploited in the social sphere. However, of course, feminism does not mean the suffering of women, the humiliation of women, the list of their oppression, and the way out of this situation is 'feminism'. However, not only women are aware of women's rights, several men have also spoken out in this movement. However, women definitely need more awareness. After enduring neglect for a long time, women are able to respond to some extent. However, it goes without saying that this protest movement may have been formed since the beginning of patriarchy, but it could never be organized or it was not known by any specific name. Because when a person's back is completely against the wall, he makes a last effort to push away the opposition coming from the front, and this is where 'feminism' may begin. Just as women are opposing oppression against him, similarly, the level of oppression against women has changed over the ages through the evolution of men. In the era of Ramayana, Sita had to undergo the ordeal of fire to dispel her husband's suspicions. Even today, women have to undergo the ordeal of fire, both at home and outside.

In the context of feminist narrative theory discussion, it is worth mentioning that narrative theory is not limited to the discussion of written narratives only. Narrative theory is mainly built on the basis of organizational discussion. The study of narrative theory is mainly interdisciplinary and multidisciplinary. Various literary and non-literary subjects, as well as discussions about the narratology of various narratives and discussions about what has not become a narrative have become part of narrative theory. Cinema, theater, drama, poetry, stories, advertisements, history, narrative is generally not seen in these, but it is worth mentioning that narrative is very present in all subjects. However, it is quite difficult to analyze feminist narrative exactly in this frame. However, it is not impossible. This type of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

definition has seen the predominance of the past tense. Therefore, in the context of feminist narrative, in the analysis of this definition, it can be said that gender inequality has been created since ancient times and its origin was mainly in the post-Aryan era. Because in the pre-Aryan era, our society was matriarchal. After the arrival of the Aryans, a terrible change occurred in the entire system, the invasion of patriarchy began. Women have not been able to free themselves from this invasion and colonialism even today. This characteristic is reflected in the narrative. Therefore, feminist consciousness is no longer limited to a single literary theory. It has become part of the Interdisciplinary Approach.

Discussion

আখ্যানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য —

> "এক বা একাধিক কথকের দ্বারা এক বা একাধিক আখ্যান গ্রাহকের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক বাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনার পুনঃকথন হল আখ্যান।"[১]

নারীচেতনাবাদী আখ্যানের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আখ্যানত্ব এবং আখ্যান মাধ্যম। আখ্যানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনের দ্বিস্তরিকতা। আখ্যানে মূলত সময়গত সংগঠন দু'ধরনের হয় – ক. Story time, খ. discourse time. যে সময় কাহিনির মূল ঘটনাগুলি ঘটে আর একটা যে সময় আখ্যান পাঠক আখ্যান পাঠ করেন। সুতরাং নারীচেতনাবাদী আখ্যান প্রেক্ষিত বহু প্রাচীন। বিশশতকে সাহিত্য সমালোচনায় একটি অন্যতম ধারা হল আখানতত্ত্ব। যদিও সুপ্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ আখ্যানের বিভিন্ন আলোচনা করেছিলেন কিন্তু সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে আখ্যানের আত্মপ্রকাশ বিশশতকে এসেই।

নারী চেতনাবাদের সূচনা পাশ্চাত্যে, ক্রমে এর বিস্তার ঘটে সারা বিশ্বে, কোথাও কম, কোথাও বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে সমান অধিকারের দাবিতে শুরু হয় নারীচেতনাবাদী আন্দোলন। শুরু হয় মাতৃত্ব রক্ষার দাবিতে বিশেষ কিছু ছুটি এবং সমপরিমাণ বেতন, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান বেতনের দাবি। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির দাবিতে আইনি পদক্ষেপ। এমনকী নারীরা পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রেও মুক্তির উপায় জানতে চান। বলাবাহুল্য, এগুলোর বেশকিছু সমাধান হলেও পরোক্ষে নারী আজও অবরুদ্ধ। শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতিতে নারী সমান অধিকার পেয়েছে। মাতৃত্বকালীন বিশেষ ছুটি পেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে সমান বেতনভোগী হয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বিশাখা গাইডলাইনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারের কৌশল প্রতিদিন পাল্টে পাল্টে গেছে। এমনকী ডিম্বানু সংরক্ষণকে কেন্দ্র করেও পুরুষ নারীর সামনে লোভনীয় টোপ তুলে ধরেছেন।

> "পিতৃতন্ত্রের অনুশাসনে শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা নারীর স্বকীয় সত্ত্বা-স্বরূপ-ভাষা-ইতিহাস নির্মাণের আপ্রাণ প্রয়াস।"[২]

আগে ছিল সতীদাহপ্রথা এখন হয়েছে গণধর্ষণ, যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর 'দহন' উপন্যাসে। 'দহন' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঝিনুক আর রমিতা। মেট্রো স্টেশনের সামনে সুন্দরী রমিতার সঙ্গে হয়ে যাওয়া শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে সকলে যখন নীরব দর্শক তখন একমাত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শ্রবণা সরকার ওরফে ঝিনুক। ঝিনুক অত্যাচারিত না হয়েও রমিতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতেও ঝিনুককে অজস্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকী রমিতার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে হয়ে যাওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকুও করতে পারেনি। রমিতাকে তার স্বামী হয়তো প্রত্যাখ্যান করেননি ঠিকই, কিন্তু তাকে কোনো আইনের সাহায্যও নিতে দেয়নি, কারণ চৌধুরী বংশের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সেই বংশের পুত্রবধূর। আর তূনীরের বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্লীলতাহানির মতো নোংরা কেস তার Future Carrer-কে নষ্ট করতে পারে তাই সে চায় ঝিনুক যাতে এ সব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কেসে না জড়ায়। বলাবাহুল্য এখানে তূনীর ও পলাশ যথাক্রমে ঝিনুকের boyfriend আর রমিতার husband দু'জনেই তাদের হবু স্ত্রী বা স্ত্রীকে ভালোবাসেন কিন্তু নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নেহাত-ই গৌণ। এরা সকলেই চান শুধুমাত্র আধিপত্য।

কিন্তু মানুষ প্রজাতির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান। শুধু সমান নয়, একে অপরের পরিপূরক। বিশ্বসংসারে নারী পুরুষ ছাড়া অক্ষম আবার পুরুষ ও নারী ছাড়া অক্ষম। নারী ও পুরুষ উভয় ছাড়া সৃষ্টি থমকে যাবে। তাই সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারী ও পুরুষের সহাবস্থান আবশ্যিক। কিন্তু নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও সমাজ নারী ও পুরুষকে স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণ করেছেন। এখানেই মনে পড়ে যায় সিমন দ্য বোভোয়ার সেই যুগান্তকারী মতটি কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে। নারী শারীরিক দিক থেকে যতটা নিজস্ব নির্মাণ তার থেকে অনেক বেশি নির্মাণ সমাজের দ্বারা। তাই বারবার ঝিনুককে শুনতে হয়েছে -

> "আফটার অল তুমি মেয়ে' কিংবা 'লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, চাকরি করতে দেওয়া হয়েছে তাতেই কি তুমি পুরুষ সমাজের সমান হয়ে গেলে নাকি?"[৩]

সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আর পিতৃতন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষালিত নারী মগজ কখনোই নারীকে পুরুষের সমান দেখতে পারেনি। এখানেই ঔপনিবেশিক পুরুষ নারীকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যে পুরুষ এতদিন ধরে ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে তারা ক্ষমতার আস্ফালন করবে এটা স্বাভাবিক। আরো, তারা এই ক্ষমতার হস্তান্তর মোটেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে না। তেমনি ক্ষমতাহীন থাকতে থাকতে নারীর মজ্জাগত হয়ে গেছে অক্ষমতা, তারা ক্ষমতা পেলেও আজ আর ক্ষমতা ভোগ করতেও পারছেন না।

এভাবেই নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসে নারীর সমস্যাপটের বিবর্তন লক্ষণীয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসের ঝিনুক, রমিতা এবং মৃণালিনীর চরিত্র বহন করে চলেছেন বিবর্তনীয় লৈঙ্গিক সমস্যাকে। এই প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই বিভিন্নভাবে পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে বন্দী তার প্রতিফলন 'দহন' উপন্যাস। ঝিনুক অবিবাহিত হলেও এমনকী অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে তার boyfriend তূণীরকে কোনোভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। রমিতা তো বিবাহিত সমাজ-সংসার-সংস্কারের বেড়াজালে ভীষণভাবে আবদ্ধ আর মৃণালিনী অভিজ্ঞ বটবৃক্ষ। নারী এখানেই পিতৃতন্ত্রের দ্বারা উপনিবেশীকৃত। কিন্তু কেউই তার কাছের পুরুষটিকে অতিক্রম করতে পারেননি। নারী আভিজাত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরের প্রতিফলন ঘটেছে 'দহন' এর বয়ানে।

এখানে রমিতা বা ঝিনুকের মানসিকতা নিয়ে পলাশ বা তূণীর কেউই তেমন চিন্তিত নয়। তূণীর ঝিনুককে ভালোবাসলেও তার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত। আর পলাশ চৌধুরী তার পরিবারের সোশ্যাল স্ট্যাটাস রক্ষার্থে সদাব্যস্ত। অভিজ্ঞ মৃণালিনী কিন্তু সংসারে এই অলিখিত বিধি নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই ঝিনুকের দুঃখের কথা যেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তেমন বুঝেছিলেন রমিতার কষ্টের কথাও। কিন্তু তবুও তিনি ঝিনুককে ভালো থাকতে অনুরোধ করেছিলেন কারণ 'personal is political' সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কই রাজনৈতিক। সমস্ত সম্পর্কই একটা স্তরে গিয়ে বিনিময়ের জায়গায় থমকে যায়। সেটা শুধুমাত্র পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। নারী নারী এমনকী পুরুষ নারী সমস্ত সম্পর্কই রাজনৈতিক। সুতরাং নারী ও পুরুষের মধ্যেযে বিনিময় আসবে এটা খুব স্বাভাবিক। এই ব্যাপক আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে অসম্ভব। কিন্তু সেই প্রেক্ষিতে অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে যে কোনো পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বিনিময়ের মধ্যে আবদ্ধ সেটা বাবা-মা, মা-ছেলে, প্রেমিক-প্রেমিকা সর্বস্তরেই হয়। আর সর্বোপরি নারী কখনোই পুরুষের আধিপত্যবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, তাই সমালোচকের মতে 'women are last colony'। সুতরাং আমরা যতই স্বাধীন হই না কেন নারী কখনোই পিতৃতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কারণ অবশেষে তূণীর আর ঝিনুকের মিলন হয়েছে। রমিতাও চৌধুরী পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে থেকে গেছে, জয় হয়েছে পুরুষের আগ্রাসনের। "বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূত্রে এবং অভীষ্টের ভিন্নতার জন্য আখ্যানতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা জটিল তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে। যেমন নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব (Feminist Narratology) স্বাভাবিক আখ্যানতত্ত্ব (Natural Narratology) সমাজ আখ্যানতত্ত্ব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(Social Narratolgy) মনো আখ্যানতত্ত্ব (Psycho Narratology) ইত্যাদি। এইভাবে আখ্যানতত্ত্ব তত্ত্ববিশ্বের বিস্তীর্ণ পরিসরে পরিকীর্ণ হয়েছে। এই ভাবে 'Structuralist or classical narratology evolved into post classical narratology."[৪]

'দহন' উপন্যাসটি আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে যতটা না বিচার্য তার থেকে অনেক বেশি প্রধান হয়ে উঠেছে নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষিতে। এখানে নারীর আত্মসংকটের বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন ঔপন্যাসিক। এই আধুনিক আখ্যান হিসাবে 'দহন' উপন্যাস, আখ্যানতত্ত্বকেও অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে। বিশ শতকের একটি অন্যতম সাহিত্যধারা আখ্যানতত্ত্ব। আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতেই হয়, গাছের মূলটা হল 'আখ্যান' আর আমার গবেষণা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক উপন্যাস, সেটি হল গাছটির ডালপালা। গবেষণা সন্দর্ভ আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে যখন উপন্যাসের আলোচনা সুতরাং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসটি আখ্যান কি তা নয় এটা বিচার এর চেষ্টা করেছি। 'দহন' উপন্যাসে গল্পের একটা সুন্দর নিটোলতা আছে, আছে চরিত্রগুলির অসাধারণ নির্মাণ, চরিত্রের মধ্যে আছে দ্বান্দ্বিকতা। কিন্তু সব কিছু থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসে আখ্যান ভাবনা যেন ঠিক তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে উপন্যাসে আখ্যান অনুপস্থিত এটা বলা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমস্ত রচনাতেই আখ্যান বর্তমান। আখ্যানের বৈশিষ্ট্য বর্তমান কিনা সেটা সন্দেহের। সমগ্র 'দহন' উপন্যাস জুড়ে নারীচেতনাবাদী আখ্যানের একটি ব্যাপক বিস্তার লক্ষণীয়। বিশশতকের ৯০-র দশকে লিঙ্গ সমস্যা সমগ্র বিশ্বে একটি অন্যতম বড়ো সমস্যা 'দহন'উপন্যাসে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এবং নারীচেতনাবাদের সম্মিলিত প্রভাবে 'দহন' হয়ে উঠেছে এক নারীবাদী আখ্যানের দলিল।

> "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত সংস্কার বা অগ্রাধিকার যেহেতু আমূল বদলে যায়, লেখার ধরণ ও অভিমুখ রূপান্তরিত হয়। বলায়, লেখায় বা কিছু বিজ্ঞাপিত বা দ্যোতিত হয়, তাতে ছোট্ট বীজের মধ্যে প্রচ্ছন মহীরূহের সম্ভাবনার মতো, লুকিয়ে থাকে আখ্যান বীজ। এই বীজ সম্বোধকের প্রকাশ ক্ষমতা ও সম্বোধিতের গ্রহণ সামর্থ্যের ভিত্তিতে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে বনস্পতির সংরূপ ও চরিত্র অর্জন করে নেয়।"[৫]

এভাবেই দহনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মহীরূহের সম্ভাবনার মতো লুকিয়ে থাকে নারীবাদী আখ্যান। ঔপন্যাসিক সময়কে কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই বর্তমান বিশ্বে নারীচেতনাবাদী আখ্যানের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এটা খুব স্বাভাবিক, বর্তমান সময়কে ধরে রাখার ক্ষেত্রে নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে যে অসম্ভব আর্তি উঠে এসেছে তাকে হয়তো নারীবাদী আখ্যান বললে ভুল হবে না। তবে, সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে সম্পূর্ণ নারীবাদী বললে ভুল হবে তবে voiceless Section of the Indian Society-র প্রধান ধারক যে নারী। সেই নারী জীবনের অসংখ্য দুঃখ বেদনার কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। নারীকে ভিন্ন শ্রেণি বা বিভিন্ন জীবনের বাঁকে দাঁড় করিয়েও নারী শেষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন। তাই, সুচিত্রা দেবী সংসার অভিজ্ঞতায়পূর্ণ প্রবীণ মৃণালিনী সমাজ সংসারে কঠোর নিয়মে বন্দী রমিতা আর অবিবাহিতা শিক্ষিত ঝিনুক এদের সকলের দ্বারা নারী জাতির ভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করালেও এরা কিন্তু সেই চিরকাল-ই সমাজ সংসারে বঞ্চিতা। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার কেন যে বিধাতা দেননি? তার সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। তবে, সম্ভাব্য কিছু ধারণা তৈরি করলেও নারী আপন ক্ষমতা বলে বলীয়ান হবার কৌশল রপ্ত করতে এখনো অক্ষম। তবে, পুরুষ কখনোই স্বেচ্ছায় তাদের অধিকার ছেড়ে না দিলেও, নারীর অধিকার সম্বন্ধে সূচনা অল্প পুরুষ মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। বর্তমানে নারী সে কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি।

সুতরাং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসে যে নারীবাদী আখ্যানের ব্যাপক বিস্তার আছে তা লক্ষণীয়। আখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আখ্যান বিভিন্ন মাধ্যমে থাকতে পারে। এগুলির মধ্যে মৌখিক ও লিখিত মাধ্যম অন্যতম, লিখিত মাধ্যম গদ্য ও পদ্য উভয়েই হতে পারে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাস গদ্যে লিখিত নারীবাদী আখ্যান। উপন্যাসের মূল নির্যাস থুড়ি আখ্যান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তা হল দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত নারীদের কথা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নারী আজও পিতৃতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তবে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, শেষরক্ষা যদিও হয়নি, তবে নারী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। নারী পুরুষ কেউই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। নারী ও পুরুষের সহাবস্থান ছাড়া সমাজের সকল সৃষ্টি-ই থেমে যাবে। তাই হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। নারী ও পুরুষের সহাবস্থান ছাড়া সমাজের সকল সৃষ্টি-ই থেমে যাবে। তাই হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের উভয় উভয়ের প্রতি সাহচর্য একান্ত কাম্য। স্ত্রী এবং পুরুষ ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত হলেও এরা উভয়েই মানব জাতি, সুতরাং মানবতার ধর্মে নারী পুরুষ সকলেই সমান। কিন্তু এটাই বিস্ময়ের নারীর স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্ব কিছুই সমাজে স্থিত হয়নি। নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়া মানেই নারীর সত্তাকে পুরুষের পরিপূরক সত্তা হিসাবে কল্পনা করা অর্থাৎ কন্যা জায়া জননী ছাড়া নারীর কোনো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। অথচ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে নারী মানুষ। স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট এক মানুষ। অথচ সমাজ পুরোপুরি তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে পুরুষ তার পরিপূরক চরিত্র হিসাবে নারীর নির্মাণ করে চলেছেন। সামগ্রিকভাবে নারীসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হল নারীচেতনাবাদ।

'দহন' উপন্যাসে ঝিনুক তাদের এই চেতনা সমন্বিত ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সমাজ নারীকে কোনোভাবেই এগিয়ে আসতে সাহায্য করেনি। কারণ তাকে পশ্চাতে টেনেছে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ রমিতা চৌধুরী। আর এই সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও চুপচাপ অভিজ্ঞতার ভাবে জর্জরিত মৃণালিনী। এতদিন ধরে ক্ষমতা ভোগ করতে করতে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা এত সহজে ক্ষমতার হস্তান্তর মেনে নিতে পারে না। আর আজ সেজন্যই নারীর অধিকার নারীর দাবি, সবটাই নারীর ওপর দায়ভার অনেক বেশি। উপনিবেশোত্তর যুগে এসে বোধ হয় আমরা উপন্যাস প্রকরণটির সঙ্গে ভীষণ পরিচিত হয়ে পড়েছি কিন্তু পূর্বে আমাদের নিজস্ব প্রকরণ-ই ছিল আখ্যান। এই উপনিবেশোত্তর প্রেক্ষিতে আবার নারীচেতনাবাদকে নিয়ে লেখা উপন্যাস সবটাই পাশ্চাত্যে বা উপনিবেশবাদকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে, বলাবাহুল্য, 'দহন' উপন্যাসে, উপন্যাস, আখ্যানের থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে নারীচেতনাবাদী দলিলীকরণ, -

> "যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার সুসময়।"[৬]

এই উপন্যাসের মধ্যে যে সত্য প্রধান হয়ে উঠে আসে তাই হল উপন্যাসের আখ্যান অর্থাৎ নারীর পাওয়া এবং না পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠেছে 'দহন' উপন্যাসে এটাই খানিকটা আখ্যান রূপে নির্মিত হয়েছে। নারীর প্রতি যত অবিচার অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিরোধ আন্দোলন ও তেমন ভাবেই হয়েছে। যতই মনে করা হোক না কেন শুধুই অত্যাচার হয়েছে তা কিন্তু নয়, অত্যাচারের বহুমাত্রিকতার সাথে সাথে প্রতিরোধ ঘটেছে খুব সামান্যভাবে। কিন্তু এর মাঝের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের ইতিহাস কিন্তু পিতৃতন্ত্রে জানা নয়, জানার কথাও নয়। আবার নারীই ভাবে তার সমস্ত শক্তি গৃহ চৌহদ্দির মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু এই শক্তিবৃদ্ধির পিছনেও পুরুষের হাত। নারী এটাও বুঝতে অক্ষম এই মিথ্যা প্রতিপত্তিও পুরুষ প্রদত্ত। কারণ পুরুষ জানে এই ক্ষমতার আড়ালে নারীর ওপরই আরোপ করা হয় সমস্ত দায়িত্বের বোঝা। সুচিত্রা ভট্টাচার্য হয়ত এই বিষয়টা ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। সমাজের সকল নীতি-নিয়ম, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব যখন নারীর তখন বিপথগামী পুরুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাও নারীর দায়িত্ব। পরোক্ষে তাদের বক্তব্য পুরুষের বিপথগামীর পিছনেও নাকি নারীর ই হাত থাকে। তাই কৌশলে নিজের দায়িত্ব এড়াতেই পুরুষের এই প্রক্রিয়া। আর নারীকে বাঁধা হয় সতীত্ব, বংশমর্যাদা, জননী ইত্যাদির নিগড়ে। কিন্তু পুরুষকে পরিমাপের জন্য এ ধরনের কোনো মাপকাটি তৈরি হয়নি।

তবে, বলাবাহুল্য, নারীবাদ মানে সম্পূর্ণ রূপে পুরুষ বিদ্বেষী তা কিন্তু নয়। নারীবাদ মানে নারীর অস্তিত্ব নারীর অধিকার দাবি বিষয়ে, সচেতন করে তোলার প্রয়াস। শিক্ষা রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারী খানিকটা স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃত অর্থে নারী স্বাধীন হয়নি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর হলেও, সামাজিক নির্মাণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ভীষণভাবে ভিন্ন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে থাকে পিতৃতন্ত্রের কদর্য চেহারা। বা পুরুষতন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত নারী মগজে ধরাই পড়ে না। নারীবাদের মূল বিষয় হল ঠিক এই জায়গাগুলি তুলে ধরা। অর্থাৎ নারীর জীবনচর্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের মধ্যে থেকে নারীর জীবনচর্যার সাম্যবাদী ধারণা প্রতিষ্ঠাই নারীচেতনাবাদের মূল লক্ষ। সুচিত্রা ভট্টাচার্য একজন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারী তার লেখায় নারীর জীবন যেমন ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কোনো পুরুষের লেখনিতে কিন্তু তা হয়নি। কারণ পুরুষের 'চোখে নারী যেমন, নারীর নিজস্ব লেখনিতে নারী কিন্তু তেমন নয়।

সাহিত্য জগতে মেয়েদের আবির্ভাব উনিশ শতকে ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীতে এর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষণীয়। তবে উনিশ শতকে রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবীর জীবনে সংসারে সমস্যা যেভাবে ঘনীভূত হয়েছিল বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর যুগসমস্যা একেবারে পাল্টে পাল্টে গেছে। সামাজিক নির্মাণ অনুযায়ী নারীর চরিত্রের যদি পরিবর্তন ঘটে বা পুরুষ নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে চলে যায় তখন সকলেই নারীর প্রতি বক্র চোখে তাকাতে থাকে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাস নাগরিকতার আবহে নারীসত্তার বিভিন্ন সংকটের কথা তুলে ধরেছেন যেখানে যুগচিহ্ন ভীষণভাবে বর্তমান। এই উপন্যাসে আখ্যান নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এটা শুধুমাত্র আখ্যানের পরিবর্তে অনেক বেশি নারীবাদী আখ্যান হয়ে উঠেছে। তাই 'দহন' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমগ্র নারী জাতির সংকটের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বের জেরেই নারী ও পুরুষ সমান ক্ষমতাশালী Biological দিক থেকে মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষ ভিন্ন দেহের অধিকারী হলেও তারা মানুষ কিন্তু এই মানব নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজ বারংবার নারীকে পিছিয়ে দিয়েছে। শিক্ষা রুচি সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বাইরে মেয়েদের সমস্যাপটের পরিবর্তন ঘটেছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' তারই এক দলিল ঝিনুক, রমিতা, মৃণালিনী এই তিন নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বর্তমান কালের জীবনচর্যা যেভাবে পালন করেছেন তারই বিস্তৃত বিবরণ 'দহন'।

নারীসত্তার নানা বিভঙ্গ এবং সংকটের মূলে আছে সমাজ ও পরিবার। কারণ পুরুষ ও নারী যতটা biologically different তার থেকে অনেক বেশি different সামাজিক প্রেক্ষিতে। পুরুষ ও নারীর প্রতি সমাজের যে অচল ও অনড় বিভাজন তাও এই উপন্যাসে স্পষ্ট। যদিও নারী বর্তমানে অন্দর মহলের অধীশ্বরী নন। তাঁর ক্ষমতা গৃহে বাইরে সর্বত্র সমান। তবুও নারী আজও শুধুমাত্র পুরুষের ভোগ্য পণ্য। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে স্বামী নামক পুরুষ পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও সুন্দরী ঝকঝকে রমিতা বেশ কিছু যুবকের দ্বারা 'মলেটেড' হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে রমিতা বা তার স্বামী পলাশের পরিবর্তে এগিয়ে আসে ঝিনুক। ঝিনুক সমস্ত আইনী পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু তার পরেও এই সত্যের প্রতিবাদের স্বরূপ তার কপালে জোটে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা। এমনকী তার boyfriend তূণীর-ও সরাসরি ঝিনুকের এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। যা ঝিনুক স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। অবশেষে চৌধুরী পরিবারের বউ রমিতা তাঁর স্বামী পলাশ এমনকী তূণীরের কাছেও ঝিনুক পুরোপুরি হেরে যান। হাজার চেষ্টা করেও ঝিনুক শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কারণ সে একটা মেয়ে এবং সে অপর একটি মেয়ের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছে। সামাজিক নির্মাণের দ্বারা নারী মানুষ নর ঊন মানব বা অসম্পূর্ণ পুরুষ তাই তাদের সম্মান, স্বতন্ত্রসত্তা কিছুই নেই। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার ফলে ঝিনুকের মধ্যে সৃষ্টি হয় যে ব্যক্তিগত সংকট তার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট বর্তমানে সুন্দরী, শিক্ষিতা স্মার্ট, নারীও বিভিন্নভাবে পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে বন্দী। নারী শিক্ষিত হোক, সুন্দরী হোক, রাজনৈতিক হোক সবটাই পুরুষের নিমিত্তার্থে। নারী শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী নারীর কাছে অন্দরমহলের দখলদারিত্ব যেন দাস্যতারই প্রতীক। আর এই দাসীবৃত্তির অপর ছবি হল 'দহন' উপন্যাস। প্রত্যক্ষ ভাবে এই দাসখতে নাম লিখিয়েছে রমিতা ও ঝিনুক।

সমাজ বাস্তবতার দিকটিকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সমাজ বাস্তবের এই কঠিন দিকটিই হল 'আখ্যান' বলা ভালো নারীবাদী আখ্যান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, -

> "একজন লেখক ঔপন্যাসিক বিবরণ লেখার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন নিজে না জেনেই। তিনি আসলে তখন বহু মানুষের এমন বহুস্বর খুঁজে বেড়ান যে বহুস্বরের মধ্যে তাঁর নিজের স্বরটাও মিশে যায়। বিবরণকার কোনো জায়গায় তারই কথা বলে প্রায় কোনো কথা বলেন না অথচ বিবরণকারের নিজের স্বর ছাড়া অন্য সব স্বরই সেখানে অর্থহীন। অন্য বহুস্বর ছাড়া তাঁর সেই নির্দিষ্ট স্বরটা চিনে নেওয়া যায় না, কিন্তু লেখকের নিজস্ব স্বর ছাড়াই স্বর সেই অন্য স্বরগুলি হয়ে যায় অপ্রাসঙ্গিক। এই যে বহুস্বর আর লেখকের স্বরের দ্বৈততা তা থেকেই তৈরি হয় উপন্যাসের আততি।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 374 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর এর মূলটাই হল আখ্যান।

Reference:

১. দত্ত, সম্রাট, 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৫
২. দাশগুপ্ত, প্রদীপণ, 'মানবী চেতনার বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, অমৃতলোক, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩০
৩. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'দহন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮৮
৪. দত্ত, সম্রাট, 'বিশশতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৮
৫. দাস, বেলা, ও বিশ্বতোষ চৌধুরী, 'বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ', রত্নাবলী, ২০১১, পৃ. ৩
৬. রায়, দেবেশ, 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১৩
৭. রায়, দেবেশ, 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ৩৩